139252 - শিশুদেরে রোযা পালনে অভ্যস্ত করার পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমার ৯ বছরের একটি ছেলে আছে। তাকে কিভাবে রমজানের রোযা পালনে অভ্যস্ত করা যায়- আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন, ইনশা'আল্লাহ। বিগত রমজানে সে মাত্র ১৫ দিন রোযা পালন করেছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

এ প্রশ্নটি পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সন্তানদের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া ও তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে এ ধরনের প্রশ্ন। এটি অধীনস্থদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত।আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার উপর যাদের দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

দুই:

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ৯ বছরের ছেলে সিয়াম পালনে মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়। কারণ সে এখনও সাবালক হয়নি।তবে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের উপর সন্তানদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পণ করেছেন। ৭ বছর বয়সী সন্তানকে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য পিতামাতার প্রতি আদেশ জারী করেছেন। নামাযে অবহেলা করলে ১০ বছরবয়স হতে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে রোযা রাখাতেন, যেন তারা এ মহান ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ আলোচনা হতে সন্তানসন্ততিকে উত্তম গুণাবলী ও ভাল কাজের উপর গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সালাতের ব্যাপারে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

“আপনারা আপনাদরে সন্তানদরে ৭ বছর বয়সে সালাত আদায়রে আদশে করুন।এ ব্যাপারে অবহলো করলে ১০ বছর বয়সে তাদরেকে প্রহার করুন এবং তাদরে বছিানা আলাদা করে দনি।” [হাদসিটিআবু দাউদ বর্ণনা করছেনে (নং ৪৯৫) এবং শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদগ্রন্থএে হাদসিকে সহীহ হাদসি বলে চহ্নিতি করছেনে]

রোযার ব্যাপারে এসছে:

রুবাইবনিতে মুআওয়যে ইবনে আফরা (রাদয়িাল্লাহু আনহা) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সকালে মদনিার আশপোশে আনসারদরে এলাকায় (এই ঘোষণা) পাঠালনে : ‘যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সকাল শুরু করছে, সে যনে তার রোযা পালন সম্পন্ন কর। আর যে ব্যক্তি বি-রোযেদার হসিবেে সকাল করছে সে যনে বাকি দনিটুকু রোযা পালন কর।’ এরপর থকেে আমরা আশুরারদনিরোযা পালন করতাম এবং আমাদরে ছোট শশিুদরেকওে (ইনশাআল্লাহ্) রোযা রাখাতাম। আমরা (তাদরে নয়িে) মসজদিে যতোম এবং তাদরে জন্য উল দয়িে খলেনা তরৈী করে রাখতাম।তাদরে কউে খাবাররে জন্য কাঁদলে তাকে সইে খলেনা দয়িে ইফতাররে সময় পর্যন্ত সান্ত্বনা দয়িে রাখতাম। [হাদসিটবির্ণনা করছেনে ইমাম বুখারী (নং ১৯৬০) ও মুসলমি (নং ১১৩৬)]

উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু রমজান মাসে এক মদ্যপকে বলছেলিনে :

“তোমার জন্য আফসোস! আমাদরে ছোট শশিুরা পর্যন্ত রোযাদার!” এরপর তাকে প্রহার করা শুরু করলনে। [হাদসিটি ইমাম বুখারীসনদবহিীন বাণী (মুআল্লাক) হসিবেে ‘শশিুদরে রোযা’ পরচ্ছিদেে সংকলন করছেনে]

যে বয়সে শশিু রোযা পালনে সক্ষমতা লাভ করে সে বয়স থকেে পতিামাতা তাকে প্রশক্ষিণমূলক রোযা রাখাবনে। এটি শশিুর শারীরকি গঠনরে উপর নর্ভির কর। আলমেগণরে কউে কউে এ সময়কে ১০ বছর বয়স থকেে নর্ধিারণ করছেনে। এ ব্যাপারে আরো বস্তিারতি জবাব দখেুন (65558)নং প্রশ্নরে উত্তরে।সখোনে আরো কছিু গুরুত্বপূর্ণ কথা পাবনে। তনি : শশিুদরেকে রোযা পালনে অভ্যস্ত করে তোলার বশেকছিু পন্থা রয়ছে:

১। শশিুদরে নকিট রোযার ফজলিত সম্পর্কতি হাদসিগুলো তুলে ধরতে হব। তাদরেকে জানাতে হবে সয়িাম পালন জান্নাতে প্রবশেরে মাধ্যম। জান্নাতরে একটি দরজার নাম হচ্ছে ‘আর-রাইয়্যান’।এ দরজা দয়িে শুধু রোযাদারগণ প্রবশে করব।

২। রমজান আসার পূর্বইে কছিু রোযা রাখানোর মাধ্যমে সয়িাম পালনে তাদরেকে অভ্যস্ত করে তোলা। যমেন- শা’বান মাসে কয়কেটি রোযা রাখানো। যাতে তারা আকস্মকিভাবে রমজানরে রোযার সম্মুখীন না হয়।

৩। প্রথমদিকে দিনের কিছু অংশে রোযা পালন করানো।ক্রমান্বয়ে সেই সময়কে বাড়িয়ে দেয়া।

৪। একেবারে শেষ সময়ে সেহেরি গ্রহণ করা।এতে করে তাদের জন্য দিনের বেলায় রোযা পালন সহজ হবে।

৫। প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে রোযা পালনে উৎসাহিত করা।

৬। ইফতার ও সেহেরীর সময় পরিবারের সকল সদস্যের সামনে তাদের প্রশংসা করা।যাতে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটে।

৭। যার একাধিক শিশু রয়েছে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিশুটির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয়।

৮। তাদের মধ্যে যাদের ক্ষুধা লাগবে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়েঅথবা বৈধ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। এমন খেলনা যাতে পরিশ্রম করতে হয় না। যেভাবে মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদের ক্ষেত্রে করতেন। নির্ভরযোগ্যইসলামী চ্যানেলগুলোতে শিশুদের উপযোগী কিছু অনুষ্ঠান রয়েছেএবংরক্ষণশীল কিছু কার্টুন সিরিজ রয়েছে। এগুলো দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে।

৯। ভাল হয় যদি বাবা তার ছেলেকে মসজিদে নিয়ে যান। বিশেষতঃ আসরের সময়। যাতে সে নামাযের জামাতে হাযির থাকতে পারে। বিভিন্ন দ্বীনি ক্লাসে অংশ নিতে পারে এবং মসজিদে অবস্থান করে কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ তা'আলার যিকিরে রত থাকতে পারে।

১০। যেসব পরিবারের শিশুরা রোযা রাখে তাদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য দিনে বা রাতের কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া। যাতে তারা সিয়াম পালন অব্যাহত রাখার প্রেরণা পায়।

১১। ইফতারের পর শরিয়ত অনুমোদিত ঘুরাফিরার সুযোগ দেয়া। অথবা তারা পছন্দ করে এমন খাবার, চকলেট, মিষ্টি, ফল-ফলাদি ও শরবত প্রস্তুত করা।

আমরা এ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতে বলছি যে, শিশুর যদি খুব বেশি কষ্ট হয় তবে রোযাটি পূর্ণ করতে তার ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত নয়।যাতে তার মাঝে ইবাদতেরপ্রতি অনীহা না আসে অথবা তার মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা তৈরী না করে অথবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ না ঘটায়। কেননা ইসলামী শরিয়তে সে মুকাল্লাফ (ভারার্পিত) নয়। তাই এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা উচিত এবং সিয়াম পালনে আদেশ করার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করাউচিত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।